কোন কীট করি রক্ষ দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ
নাহি সহে মোর পরাক্রম
হের দেখ সুলোচনী আমার যুগল পাণি
দেখিয়ে করয়ে ভয় যম।
যাহবা থাকহ এথা মনে লয় যেই কথা
কর চিত্তে যেই অভিলাশ
নতুবা তথায় গিয়া ভাইয়ে দেহ পাঠাইয়া
কি করিবে আসি মোর পাস।
ভীম হিড়িম্বিতে কথা বিলম্ব দেখিয়া হোতা
হিড়িম্ব হইল ক্রোধী মন
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের সম বর্ত্তি
আইসে ঘোর করিয়ে গর্জ্জন।
দেখি মহা ভয়ঙ্করী , স্তব্ধ হৈলা নিশাচরী
সকরুনে কহে বৃকোদরে

হের দেখ ঘোর ভ্রাত যেন ঘোর মহাবাত

আইসে দুরন্ত ক্রোধি তরে।

নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ক্রুর খাইল অনেক নর

দেখিয়াছি মোর বিদ্যমান

বিলম্ব না কর তুমি বিশেষে রাক্ষসভূমি

মায়াবী অধিক বলবান।

বিলম্ব না কর প্রভু আজ্ঞা মোরে দেহ তভু

পৃষ্ঠে করি লই সভাকারে

উড়িব পবন ভরে যথা বল তথাকারে

লৈয়া যাব নিমিষ ভিতরে।

হিড়িম্বে দেখিয়ে উগ্র হিড়িম্বির দেখি ব্যগ্র

হাঁসি বলে মরুত নন্দন

স্থির হও সুবদনী ভয় তুই করিস কেনি

বসি দেখ কৌতুক এখন।

আসুক তোমার ভাই মুহর্ত্তেকে মোর ঠাঁই
প্রান দিবে পতঙ্গ সমান
এই মাত্র হবে তোকে মজিবি ভাইয়ের শোকে
ইহা বহি নাহি দেখি আন।
ভারত সঙ্গিত রস শ্রবনেতে পুন্য যশ
শুভাশুভ পরম পবিত্র
কলির কলুষ নাশ, বিরচিল কাশীদাস
আদিপর্ব্বে পাণ্ডব চরিত্র।

ভীম হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষন।
বসি আছে হিড়িম্বা ভীমের বাম ভিতে
ভুবন মোহন কপ বিদ্যুত রুচিতে।

কবরি বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে
মানিক প্রবাল মোতি হার তার গলে।
বসন ভুষন দিব্য নুপুর কঙ্কন
স্বর্গ বিদ্যা ধরি মোহে নবীন জৌবন।
প্রিয় ভাবে যেন পতি পত্নি কথা কহে
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধ পায় অতিশয়ে।
ভগ্নি প্রতি ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব
এই হেতু এতক্ষন তোমার বিলম্ব।
ধিক তোর জীবন কুলের কলঙ্কিনী
মানুষ ভাতার লোভ করিলি পাপিনী।
মোর ক্রোধ তোমার হইল পাসরন
মোর ভক্ষ বিঘ্নতো করিলি তেকারন।
এই হেতু আগে তোরে করিব সংহার
পশ্চাত এ সব জনে করি জার খার।

এত বলি চলিল হিড়িম্বা মারিবারে
নয়ন লোহিত দন্ত কড় মড় করে ।
ভীম বলে রাক্ষসার বদনে লাজ নাই
মুনা ভাগ্নি পাঠাইলি মানুষের ঠাঁই ।
আপনি পাঠাইলি তেঞী আইল এথায়
মদনের বস হৈয়া ভজিল আমায় ।
কাম পত্নি আমার হইল তোর স্বসা
মোর বিদ্যমানে দুষ্ঠ বলিস দুর্ভাষা ।
মারিবারে চাহ আর করিস অহঙ্কার
এইক্ষনে পাঠাইব যমের দুয়ার ।
মাতৃ ভাই শুইয়া নিদ্রায় যে বিভোল
নিদ্রা ভঙ্গ হইবেক না করিস গোল ।
ভীমের বচনেতে রাক্ষস নাহি থাকে
ঊর্দ্ধবাহু হিড়িম্বাকে যায় মারিবারে ।

হাসিয়া কুন্তির পুত্র দুই হাতে ধরে
এক টানে লৈল অর্দ্ধ ধনুক অন্তরে।
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকড়ি।
বায়ুর নন্দন ভীম অতিভয়ঙ্কর
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর।
মত্ত মৃগী পুতি যেন ক্ষুদ্র মৃগধরে
পুনরপি টানিয়া লইল কত দূরে।
দুই জনে টানাটানি ধরি ভুজে ভুজে
মত্ত টানাটানি যেন করে গজেগজে।
দুই মেঘ যেন যুগ্মে তাড়াতাড়ি
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে দন্ত কড়মড়ি।
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ
মেঘের নিশ্বন যেন করয়ে আহ্লাদ।

দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ
পলায় কানন বাসি তেজিয়া কানন।
কাননে পুরিল শব্দ দোঁহার গর্জ্জনে
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া ওঠিল পঞ্চ জনে।
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী।
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তি ওঠি শীঘ্র গতি
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসিলা হিড়িম্বার প্রতি।
কে তুমি কোথায় হৈতে আইলা তুমি এথা
অপ্সরী নাগিনী কিবা বনের দেবতা।
হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তি প্রতি বলে
জাতি রাক্ষসী নিবসি এই স্থলে।
এই বন নিবাসি হিড়িম্ব নিশাচর
মহা যোদ্ধা বীর সে আমার সহোদর।

পঞ্চপুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে
ভাই মোরে পাঠাইয়া দিল এথাকারে।
তোমার তনয় দেখি পরম সুন্দরে
কামে বস হৈয়া আমি ভজিল তাহারে।
বিলম্ব দেখিয়া মোর আইল তবে ভ্রাতে
তব পুত্রসহ যুঝে দেখহ সাক্ষাতে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্তর।
ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ননা
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুই জনা।
যুদ্ধ ধুলি আসন দোঁহার কলেবর
কুহাটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর।
দুই ভীতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে
নিশ্বাস পবন ঝড়ে ওড়ে বৃক্ষগনে।

ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলিল বচন
রাক্ষসেরে ভয় ভাই না করিহ মন।
তোমা সহ রাক্ষসের হৈয়াছে বিবাদ
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ।
সভে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার
এত শুনি বলে ভীম পবন কুমার।
কি কারনে সম্ভ্রম করহ মহাশয়
এইক্ষনে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়।
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া
এত বলি দিল লাফ ভুজ পসারিয়া।
অর্জুন বলিল বহু করিল বিক্রম
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু পাইলে পরিশ্রম।
বিশ্রাম করহ তুমি হয়্যাত অন্তরে
আমি বিনাশিয়ে ভাই দুষ্ট নিশাচরে।

অর্জুন বচনে ভীম অধিক কুপিল
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমেতে ফেলিল।
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত
পশুবৎ করি তারে করিল নিপাত।
মধ্য দেশে ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান
দেখাইল লৈয়া সব ভ্রাতৃ বিদ্যমান।
হরসিতে আলিঙ্গন পঞ্চসহোদর
প্রসংশিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদর।
অর্জুন বলিল তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে
এইত নিকটে গ্রাম আছে কত দূরে।
এই সব সমাচার পাইবে কোন জনে
লোক মুখে বার্ত্তা পাব দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
তেকারণে ক্ষনেক রহিতে না জুয়ায়
শীঘ্র চল অন্য স্থান তেজিয়া এথায়।

এত বলি চলিল পাণ্ডব পঞ্চজন
মাতা সহ শীঘ্র গতি করিল গমন।
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তির সংহতি
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি।
সহজে রাক্ষস জাতি নানা মায়া ধরে
ধরিয়া মোহিনী বেশ ভাণ্ডে সভাকারে।
আপন স্বভাব ক[illegible] ছাড়িতে না পারে
সময় পাইলে আমা পারে মারিবারে।
সহজে ভ্রাতৃর বৈরি সাধিবার মনে
তাহার সংহাতে এ চলিল তেকারনে।
এক মত করি তোরে ভ্রাতৃর সংহতি
ত বলি মারিবারে যায় মহামতি।

যুধিষ্ঠির বলে ভীম নহে বীর্য্যাচার
অবধ্য স্ত্রীজাতি কেন করিবে সং.হার।
যহা বল হিড়িম্বের করিলে সং.হার
তোমা বধিবারে শক্তি কি আছে ইহার।
যুধিষ্ঠির বচনে রহিল বৃ[illegible]োদর
হিড়িম্বা পড়িল গিয়া কুন্তি[illegible]দতল।
কায়মনবাক্য মোর সত্য অঙ্গিকার
তোমা বহি গুরু মোর গতি না[illegible] আর।
তোমায় যে না কহিব পুপক্ষ বচনে
স্ত্রীলোকের মর্ম্ম পীড়া জানহ আপনে।
কামবস হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু
আপন কুলের বীর্ম্ম ভ্রাতৃ ত্যাগ কৈনু।
সব তেজি মজিলাম তোমার নন্দনে
এক্ষনে অনাথ আমি হইল স্মরণে।

সরনাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত
আপনি করহ দয়া দেখিয়া দুঃখিত।
সদাই সেবিব আমি তোমার চরনে
বহু শঙ্কটেতে মুক্তী উদ্ধারিব বনে।
আজ্ঞা কর বৃকোদর ভজিয়ে তোমারে
নহিলে তেজিব প্রান তোমার গোচরে।
কৃতাঞ্জুলি করি আমি করিছি বিনয়
নহিলে স্ত্রীবধ্য বড় হইব নিশ্চয়।
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন
দয়ার সাগর বড় ধর্ম্মের নন্দন।
সত্য বলে হিড়িম্বা নাহিক ইথে আন
সরন লইলে জনে করি চাহি ত্রান।
চল যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদর
যথা সুখে কর ক্রীড়া বনের ভিতর।

পুনরপি আর্য্য সভা নিকটে মিলিবে
আপনার সত্য বাক্য কভু না লঙ্ঘিবে।
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্ট মন
ভীম লৈয়া হিড়িম্ব চলিল ততক্ষণ।
শূন্য পথে হইয়া চলিল নিশাচরী
নানা বনে উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি।
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে
নদনদী মহা গিরি ভ্রময়ে কৌতুকে।
নিত্য নিত্য অন্য বেশ ধরে অনুপম
হেনমতে বহু দিন ক্রীড়ায় বিশ্রাম।
কত দিনে ঋতুযোগে হইল গর্ব্ভবতী
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হইল উৎপত্তি।
জন্ম মাত্রে যুবক হইল মহাবীর
ধক্ষ রক্ষ শুন্না শুরে বিপুল শরীর।

বিবিধ বরন কচ ঘট মূলাকার
ঘটৎকচ নাম হইল ভীমের কুমার।
মহা বলবান হৈল হিড়িম্বা নন্দন
ইন্দ্রের একঘ্নি হেতু বিবিধ ভাজন।
তবে মাতৃ পুত্রে দোঁহে যুকতি করিয়া
কৃতাঞ্জলি কৈলা দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া।
আজ্ঞা কর যাব মোর আপন আলয়
স্মরিলে আসিব এই কহিল নিশ্চয়।
আজ্ঞা পাইয়া মায়ে পুত্রে করিল গমন
উত্তর দিগেতে গেলা আপন ভুবন।
তবে পাণ্ডব চলে সংহতি জননী
এক স্থানে নিবাসয়ে একত্র অবনী।
পরিধান বাকল শোভে শিরে জটা ভার
কোথায় ব্রাহ্মণ কোথায় তপস্বী আকার

পথে লোক জন দেখি লুকায়েন বনে
শীঘ্র গতি যান কোথা কেহ নাহি জানে।
ত্রিগর্ত্ত পঞ্চাল মৎস্যাদিক যত দেশ
আর যত বহু রাজ্য লঙ্ঘিল বিশেষ।
হেন মতে ভ্রমে বনে পাণ্ডু পুত্রগণ
আচম্বিতে আইল তথা ব্যাস তপোবন।
ব্যাস দেখি কুন্তিদেবী পুত্রের সহিতে
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা দাঁড়াই অগ্রেতে।
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তি করেন ক্রন্দন
বহু বিলাপিয়া দেবী বলয়ে বচন।
নিবর্ত্তিয়া ব্যাস দেব বলে কিছু বাণী
আমারে কি বল ইহা সব আমি জানি।
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ
অনেক শক্তিতে ভ্রমিলা বনেবন।

যত কৈল অগোচর নাহিক আমায়
তেকারনে দেখিবারে আইলাম এথায়।
দুঃখ না ভাবিহ বৱী স্থির কর মন
অচিরে হইবে তব দুঃখ বিমোচন।
তব পুণ্যগান গুন না জানহ তুমি
মোর অগোচর নাহি সব আমি জানি।
বীর্য্য বলে বাহু বলে জিনিবে সকল
বিভব করিবা সাগরান্ত ভূমণ্ডল।
এখনে যে বলি আমি শুন সাবধানে
বহু দুঃখ পাইলে বহু ভ্রমিলা কাননে।
নিকটে নগর এই রামচক্র নাম
কত দিন রহি তথা করহ বিশ্রাম।
গুপ্ত বেসে এইখানে থাক ছয় জনে
যাবত থাকিবে তথা আসি যত দিনে।

এত বলি ব্যাস সভে লইয়া সংহতি
নগরে ব্রাহ্মণ গৃহে দিলেন বসতি।
ব্রাহ্মণের গৃহেতে রহিল ছয় জন
অন্তর্দ্ধান হইয়া গেলা ব্যাস তপোধন।
পুন্য কথা ভারতের অমৃত সমান
কাশী দাস কহে ইহা শুনে পুন্যবান।

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মন গৃহে পাণ্ডু পুত্রগান।
নগর ভ্রমযে নিত্য ভিক্ষার কারণ
ভিক্ষা করি আসি সবে দিন অ[illegible]
যে কিছু পায়েন দেন জননীর স্থানে।
জননী রন্ধন করি পরিবেসন করে
অর্দ্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে।

মাতা সহ অর্দ্ধভাগ চারি সহোদরে
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদরে।
হেন মতে বিপ্র গৃহে বঞ্চে বহু ক্লেশে
ভিক্ষা করি আনে [illegible] ব্রাহ্মণের বেশে।
এক দিন গৃহেতে রহিলা বৃকোদর
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর।
আচম্বিতে বিপ্র গৃহে মহা শব্দ শুনি
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
করুন হৃদয় কুন্তি সহিতে নারিল
ভীমেরে নিকটে ডাকি কহিতে লাগিল।
এত দিন বিপ্র গৃহে আছিয়ে অজ্ঞাতে
পরম [illegible] বিপ্র করিল বিপত্তে।
[illegible] হইল ব্রাহ্মণ
[illegible] তারে উপকারী জন।

উপকারী জনের সাহায্য নাহি করে
পরলোক পাপ হয় অযশ সংসারে।
ভীম বলে মাতা তুমি জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে
মোর শক্তি হইলে দুঃখ করিব তারণে।
ভীমের আশ্বাস পাইয়া গেল কুন্তিদেবী
বৎসক বন্ধনে যেন ধায়েত শুরভি।
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তি করিল গমন
দেখিল ব্যাকুল হইয়া কান্দয়ে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণী চাহিয়া দ্বিজ বলয়ে উত্তরে
এই হেতু পুর্ব্বে কত বলিনু তোমারে।
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়
সে দেশে বসতি কভু উচিত না হয়।
পিতা মাতা স্নেহে মোর লঙ্ঘিলে বচন
তাহার উচিত দুঃখ পাইলে এখন।

কি করিব উপায় না দেখিয়ে ইহার।
কোন বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতিকার।
তুমি ধর্ম্মপত্নী হেতু আমার গৃহিনী।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ সুখ প্রদায়িনী।
বিশেষ বালক পুত্র আছয়ে তোমার
তোমা বিনে মুহুর্ত্তেক না জিয়ে কুমার।
অরনোর প্রায় দুঃখ হব তোমা বিনে
তোমা বিনা হব মোরা জিয়ন্ত মরনে।
আপন রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে
অপযশ হবে আমা সংসার ভিতরে।
স্বয়ং জাত [illegible]ল এই কন্যা সুবদনী
কন্যারে রাক্ষসে দিলে কুযশ কাহিনী।
কন্যা জন্ম হলে পিতৃ লোকে করে আশ
[illegible] দাক্ষীন হয় স্বর্গ বাস।

ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষস ভক্ষণে
ধিক২ আর তবে কি কায জীবনে।
আপনে যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল নয়নে।
ব্রাহ্মণী বলেন প্রভু কেন দুঃখ ভাব
রক্ষা হবে হেতু বলি আমি তথা যাব।
দৈবে সহ মৃতা হব তোমার মরণে
অনাথ হইবে কন্যা পুত্র দুই জনে।
তবে কদাচিত যদি রাখিব জীবন
মোর শক্তি দুই শিশু হইবে পালন।
তোমা বিনে অনাথ হইব তিন জনে
অনাথের বহু কষ্ট হবে দিনেদিনে।
দারিদ্র দেখিয়া তবে অকুলিন জন
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন।

অল্পকালে এই পুত্র হবেক ভিক্ষুক
কুলধর্ম্ম বেদহীন হইবে যুবক ।
বলিষ্ঠ দুর্ম্মুখ লোক কামে মোহি হৈয়া
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথ দেখিয়া ।
বিবিধ দুর্গতি হব তোমার বিহনে
তোমারে ওচিত নহে যাইতে তেকারনে ।
সন্তুতি কারনে বিভা করিয়ে সংসার
কন্যা পুত্র দুইগুটিহৈয়াছে তে ামার ।
কন্যাদান কর আর পড়াহ বালকে
পুনঃ বিভা করি গৃহ কর এই রূপে ।
আমা বিনু পুনঃ গৃহ হব আরবার
তোমার বিহনে সর্ব্ব হবে ছারখার ।
নারীর পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন
স্বামী বিনে অকারন নারীর জীবন ।

সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ হই লোকে ।
তপ জপ যজ্ঞ ব্রত নানা বিধ দান
স্বামী অনুগত নহে শতাংশে সমান ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত
রাক্ষসের ঠাঞী আমি যাইব নিশ্চিত ।
ব্রাহ্মণী এতেক যদি বলিল উত্তর
গলে ধরি উচ্চস্বরে কান্দে দ্বিজবর ।
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী
মাবাপের ক্রন্দন দেখি বলে কন্যা বাণী ।
অনাথে প্রায় দোঁহে কান্দ কি কারণে
ক্রন্দন সম্বর শুন মোর নিবেদনে ।
রাক্ষসের ঠাঞী যদি জননী যাইব
জননী বিচ্ছেদে এই বালক মরিব ।

নিগুস্থান যাব আর হব কুলক্ষয়
তেকারনে মায়েরে যাইতে বিধিনয়।
তন্য হইলে কন্যাঁরে অবশ্য ত্যাগ করি
বিধির সৃজন ইহা খণ্ডিতে না পারি।
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান
এক্ষনে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হয়ো ত্রান।
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে
তেকারনে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতুহলে।
মোর পুত্র হইলে সেই তারিবে পশ্চাতে
সংপ্রতি তারিয়ে আমি যাইব নিশ্চিতে।
এতেক শুনিয়া কাঁদে ব্রাহ্মন ব্রাহ্মনী
[illegible] লাগালি কান্দে ওষ্ঠধ্বনি।
[illegible] তা পুত্র তিনের ক্রন্দন
[illegible] দিয়া করে সভা নিবারন।

হাতে এক তৃন লৈয়া বলে সেই শিশু
রাক্ষসের ভয় তোরা না করিস কিছু।
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে
কোথা আছে রাক্ষস দেখায়ে দেহ মোরে
বালকের বচন শুনিয়া তিন জন
হাসিতে লাগিলে তারা তেজিয়া ক্রন্দন।
ক্রন্দন নিবর্ত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী
ব্রাহ্মনে চাহিয়া বলে সকরুন বানী।
মৃতের উপরে যেন সুধা বরিষন
জিজ্ঞাসিল কুন্তিদেবী মধুর বচন।
কি কারনে ক্রন্দন করহ তিন জনে
জানিলে হইলে সাধ্য করিব মোচনে।
দ্বিজ বলে এই হেতু করিয়ে ক্রন্দন
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন।

এইতো নগরে আছে বক নিশাচর
অত্যন্ত দুরান্ত সেই রাজ্যের ভিতর।
যক্ষ রক্ষ প্রেত ভূত পরচক্র ভয়
তার ভূজবলে ইথে নাহিক সংশয়।
নগরের মধ্যে ইথে আছে যত নর
রাক্ষসেতে নির্ণয় করিল এই কর।
পায়স পিষ্টক অন্ন সকট পুরিয়া
একনর বলিদেই মহিষ করিয়া।
এইকর বিনা অন্য নাহিক তাহার
বহুকালে মোর প্রতি হয়েছে করার।
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন
সকুটুম্ব সহতার করয়ে ভক্ষন।

আজি তাঁর পঞ্চক হইল মোর দ্বরে
কি করিব কি হইব বাক্য নাহি সরে ।
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারিজনা
কারে দিব বলিদান করছি ভাব ।
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন বিনে
সুহৃদ কুটুম্ব তারে নাহি হেনজনে ।
কার মায়া তেয়াগিতে নারে কোনজনে
সভে মেলি যাবো কম্মো যে থাকে লিখনে
ব্রাহ্মনের এতেক কাতর বাক্য শুনি
সদয় হৃদয়ে বলে ভোজের নন্দিনী ।
ভয় তেজ দ্বিজবর না কর ক্রন্দন
সকুটম্বে যাবে কেন রাক্ষস সদন ।
পঞ্চপুত্র আছে মোর শুনহে ব্রাহ্মণ
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারন ।

ব্রাহ্মণী বলিল ভাল কহিলে বিচার
অতিথি ব্রাহ্মণ আছে আশ্রয়ে আমার।
আপনার পাপহেতু করিব একর্ম্ম
লোকে অসম্ভব হব যজিবেক ধর্ম্ম।
আত্মাদিয়া দ্বিজে রাখি বেদে হেনকহে
আত্মবধী হয় এই উচিত না হয়ে।
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ বধে নাহি প্রতিকার
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার।
কুন্তি বলে যতেক কহিলা দ্বিজমনি
মোর অগোচর নহে সব আমি যানি।
লোকের বেদনা মোর না সহে পরানে
বিশেষ ব্রাহ্মণ দুঃখী সহিব কেমনে।
দ্বিজ বলে হেন বাক্য না বলিহ মোরে
পাপী.অর্জিব আর কত দিনের তরে।

নিঃশব্দে বলেন শুনহ দ্বিজবর
মোর পুত্রগণ দেখ মহা বলবীর।
রাক্ষস খাইবে হেন না করিহ মনে
রাক্ষস সংহার কৈল মোর বিদ্যমানে।
বেদবিদ্যা বুদ্ধিবলে মোর পুত্রগণে
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোনজনে।
শতপুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর
ভয়তেজি অন্য বলি করহ সত্তর।
কুন্তির অদ্ভুত হৈল শুনিয়া বচন
মৃত্যু শরীরে যেন পাইল জীবন।
দ্বিজে সঙ্গে করি কুন্তি করিলা গমন
বৃকোদরে জানাইল সব বিবরণ।
মায়ের বচনে ভীম কৈল অঙ্গীকার
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার।

তক্ষনে আইলা তবে ভাই চারিজন
যুধিষ্ঠির শুনিলা সকল বিবরণ।
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিলে মায়েরে
জিজ্ঞাসিলা কোথা ওদ্যয় বৃকোদরে।
তোমার সম্মত কিবা আপন ইচ্ছায়
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা ওপায়।
কুন্তি বলে আমার বচনে বৃকোদর
বিপ্রের কারনে আর রাখিতে নগর।
ধর্ম্ম কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ
বিশেষ ব্রাহ্মন রক্ষা পরম পৌরষ।
এত শুনি যুধিষ্ঠির হইলা হরিষ
কোন বুদ্ধে হেন যাত্রা কৈলে দুঃসাহস।
এমন দুস্কার্য্য নাহি শুনি ইহলোকে
মাতা হৈয়ে পুত্র দেয় রাক্ষসের মুখে।

পুত্রের ভিতর পুত্র আছয়ে বিশেষ
সভে প্রান রাখিয়াছি যাহার আশ্বাস
ভিক্ষা মাগি প্রান রাখি যথা স্থানে বাস
পুন রাজ্য পাববলি যার বলে আশ।
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে
যার তেজে জৌগৃহে ওদ্ধারিলে সভে।
কাঁদেকরি লৈল সভা হিড়িম্বক বন
হিড়িম্ব মারিয়ে কৈল সভার রক্ষন।
হেন পুত্র দিবে তুমি রাক্ষস ভক্ষনে
আমিসব জীব আর কিশের কারনে।
গর্ব্ভধারী হইয়ে ইহা কেহ নাহি করে
বেদে নাহিক নাহি সংস্যার ভিতরে।
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী
দুঃখ পাইয়া হত বুদ্ধি হৈলে হেন বাসি।

কুন্তি বলে যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ
মোর অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ ।
অযুত হস্তির বল ধরে কলেবরে
ভীমে পরাজয়ে হেন নাহিক সংসারে ।
জন্মকালে পরাক্রম শুনহ তাহার
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার ।
কিছু মাত্র তুলি পুন ফেলাইনু তলে
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে ।
বারুনাবন্তেতে তুমি দেখিলে আপনে
চারি হস্তি ভারতুল্য তুমি চারিজনে ।
আমাসহ তোমা লৈয়া আইল কাঁদেকরি
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্ব সংহারি ।
ভীম পরাক্রম পুত্র জানি যানি ভালে
রাক্ষস সংহার হবে ভীম ভুজবলে ।

ভয়ে কীর্ত্তি ভয়ে ত্রান করে যেই জন।
তাহাসম পুন্য বাপু না করি গনন।
বিশেষে গো বিপ্র হেতু দিব নিজপ্রান
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রান।
রাজ্যরক্ষা দ্বিজরক্ষা আর যে পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলে বিরস।
মায়ের এতেক নিত শুনিয়া বচন।
ধন্যং বলি বলে ধর্ম্মের নন্দন।
পর দুঃখে দুঃখি তুমি দয়া সুহৃদয়
তোমা বিনে হেন বুদ্ধি আনের কি হয়।
পরপুত্র ত্রান করি নিজপুত্র দিলে।
ব্রাহ্মনেরে পরমশঙ্কটে রক্ষা কৈলে।
তোমার পুন্যেতে মাতা তরিব বিপদে
রাক্ষস মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে।

আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে
এ সব প্রচার যেন না হয় অন্যেরে ।
তবে কুন্তি সব তত্ত্ব কহিল ব্রাহ্মণে
বলি সজ্জ করি দ্বিজ দিল ততক্ষনে ।
নিশাকালে বৃকোদর সকটে চড়িয়া
যথা বৈশে বনে বক ওত্তরিল গিয়া ।
রেরে বকা নিশাচর আইস সত্তর
এত বলি অন্ন খায় বীরবৃকোদর ।
নামধরি ডাকে এক ক্রোধে থরহর
ক্রুদ্ধ হৈয়া আইসে যেন পর্ব্বত কিন্নর।
মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরনের ভরে ।
অন্ন খায় বৃকোদর দেখে বিদ্যমান
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুনসমান ।

ডাক দিয়া বলে বক অরে দুষ্টমতি
মানব হইয়া কেন করিস অনিতি।
সকুটুম্ব রাক্ষস যাইব তোর দোষে
এত বলি নিশাচর বীরে অতি রোষে।
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিল কানে
পৃষ্ঠ দিয়া বকের অন্ন করিল ভক্ষনে।
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জনে
ঊর্দ্ধ বাহু করি বীয় অতি ক্রোধমনে।
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে
তথাপি ভ্রুক্ষেপ নাহি বীর বৃকদরে।
পৃষ্ঠে যে রাক্ষস মারে হেলায় তাসহে
নিঃশঙ্কায় বসিয়া বীর পায়সান্ন খাগে।
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে
বৃক্ষ উপাড়িয়ে হানে ভীমের উপরে।

[illegible]ও অন্ন খায় হাঁসে বৃকোদর
অন্য হাতে কাড়িয়া লইল তরুবর।
পুন মহাবৃক্ষ ওপাড়িল নিশাচরে
তর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের ওপরে।
ভোজনান্তে বৃকোদর কৈল আচমন
একবৃক্ষ ওপাড়িল ঘোর দরশন।
বৃক্ষে২ যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে
ওচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ না রহিল বনে।
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার ওপরে
বাহু২ যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্করে।
মুণ্ডে২ বুকে২ ভুজে২ তাড়ি
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি।
যুদ্ধেতে হইল শূন্য বক নিশাচর
রাক্ষসে বধিল বীর কুন্তির কোঙর।

বামহস্তে দুইজানু সব্যহস্তে শির
বুকে জানু দিয়া টানে বৃকোদর বীর ।
মধ্যে২ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান
মহাশব্দ করি বীর তেজিল পরান ।
আর যত আছিল বকের অনুচর
ভয়ে পলাইল সভে গেল বনান্তর ।
নগর নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া
মাতৃভ্রাতৃস্থানে সব নিবেদিল গিয়া ।
হরষিতে কুন্তিদেবী ডাকি সহোদরে
আলিঙ্গিয়া প্রসংশিল বীর বৃকোদরে ।
রজনী প্রভাত হৈল ওদয় অরুণ
বাহির হইল যত নগরের জন ।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমতকার
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত আকার ।

কেহ বলে একর্ম্ম করিল কোন জন
কেহ বলে নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন।
পরমদুরন্ত বক সদা হিংসাকরে
আপনার পাপে দুষ্ট এত দিনে মরে।
তবে সভে বিচারিয়া নগরের জন
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন।
কালিকার ভোজ্য যার আছিল শকট
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক।
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি যানিল নির্ণিত
সভেমেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত।
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ
ব্রাহ্মণ বলিল শুন ইহার কারণ।
কালিকার শকট আছিল মোর ঘরে
সোকাকুল দেখি মোরে এক দ্বিজবরে।

সদয় হইয়া মোরে দিলেক অভয়
বলিলৈয়া বক স্থানে গেল মহাশয় ।
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার
এইত রাজ্যের দ্বিজ করিল নিস্তার ।
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন
ব্রাহ্মনেরে মহাপূজা করি বিচক্ষন ।
আনন্দে ব্রাহ্মন আইল আপনার ঘরে
দেব তুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে ।
হেনমতে দ্বিজ গৃহে কতদিন যায়
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায় ।
নানা দেশের কথা কহে সেই দ্বিজবর
কুন্তি সনে শুনে পঞ্চপাণ্ডব কোঙর ।
দ্বিজবলে বহুদেশ করিল ভ্রমন
বহুনদ তীর্থ ক্ষেত্র না যায় গনন ।

আশ্চর্য্য দেখিল আমি পঞ্চালনগরে
কন্যা স্বয়ম্বর কৈল দ্রুপদ নৃপবরে।
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণানাম ধরে
রূপে গুনে তুলা নাহি পৃথিবী ভিতরে।
অযোনি সম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে
যজ্ঞসেনিনাম তেঞী বিখ্যাত জগতে।
দ্রুপদের পুত্র এক লোকে অনুপম
দ্রোন বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্ট দ্যুম্ননাম।
এত শুনি জিজ্ঞাসিলা পাণ্ডুপুত্রগন
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার বাখান।
দ্বিজবলে পুর্ব্বে দ্রোন দ্রুপদের মিত
কতদিনে কলহ হইল আচম্বিত।
অভিমানে গেল দ্রোন হস্তিনা নগর
অস্ত্র শিক্ষা করাইল কৌরব কোঙর।

শিক্ষা অন্তে শিশুগনে দক্ষিনা মাগিল
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আন যে কহিল।
কুন্তি পুত্র অর্জুন গুরুর আজ্ঞা পাইয়া
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া।
অর্দ্ধরাজ্য দিল দ্রোন পুন হৈল মিত্ত
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন তুরিত।
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্ন জল
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোন মহাবল।
এইত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমনে।
জাজ উপজাজনামে দুই সহোদর
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মন কোঙর।
উপজাজে দ্রুপদ দেখিল এক দিনে
বহু পূজা ভক্তি কৈল দ্বিজের চরনে।

হিনয়ে মধুর ভাষে যুড়ি দুইকর
ভরদ্বাজে প্রীতি বলে পঞ্চাল ঈশ্বর।
একলক্ষ ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ
যাহা চাহ দিব আমি করি মনঃপূর্ণ।
মোর ইষ্ট কর্ম্ম এই শুন মহাশয়
দ্রোণ নামেতে ভরদ্বাজের তনয়।
অস্ত্রধারি হয় হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে।
দ্বিতীয় পরশুরাম সম পরাক্রমে
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনিয়ে সংগ্রামে
ক্ষত্রিতে যে শক্য নাহি হৈয়াছে তাহার
তপমন্ত্রবলে মোর কর প্রতিকার।

হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন
তারভুজ বলে দ্রোন হইবে নিধন।
উপজাজ বলে মোর এই যুক্তি নহে
ব্রাহ্মনের বধকর্ম্ম উচিত না হয়ে।
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন।
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর
প্রসন্ন হইয়া বলে শুন দণ্ডধর।
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই জাজ পরম তপস্বী
বেদেতে পারগ সদা অরন্য নিবাসি।
তার স্থানে প্রার্থনা করহ রাজন
তিনি করিবেন তব দুঃখ বিমোচন।
উপজাজ বোলে রাজা গেল জাজ স্থানে
প্রনমিয়া সকল করিল নিবেদনে।

সদয় হইয়া আজি কৈল অঙ্গিকার
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃসিতকুমার।
বলি সহ শ্রুত আচরিল নরবর
যজ্ঞে পূর্ন দিতে জন্ম হইল কুঙর।
অগ্নি বর্ন হৈল বীর হাতে ধনুঃশর
অঙ্গেতে কবচবীরে মাথায় টোপর।
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর
পুত্র দেখি আনন্দিত পঞ্চাল ঈশ্বর।
তবে সেই যজ্ঞ মধ্যে কন্যার উৎপত্তি
জন্ম মাত্রে দশদিক করয়ে দিপতি।
নীলোৎপল আভা অঙ্গ অমর বর্নিনী
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু জ্যোতি পীনঘন স্তনী।
অঙ্গের সৌরবে এক জোজন ব্যাপিত
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব বাঞ্ছিত।

পুত্র কন্যা দুইজন যজ্ঞেতে জন্মিল
হেন কালে আকাশেতে শূন্য বানি হৈল
এ কন্যার জন্ম হৈল ভার নিবারনে
ইহা হৈতে ক্ষত্রি সব হইব নিধনে।
কুরু বংশে ভয় হবে এই কন্যা হৈতে
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোন বিনাশিতে।
এতেক আকাশ বানী শুনি সর্ব্বজন
জয়২ শব্দ কৈল পঞ্চালেরগন।
যতবীর যোদ্ধাগন ছাড়ে সিংহনাদ
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ছাড়িল বিশাদ।
কন্যা পুত্রের নাম তবে থুইল তখন
ধৃষ্টদ্যুম্ননাম রাজা থুইল নন্দন।
কৃষ্ণ অঙ্গে কৃষ্ণানাম থুইল তখনি
দ্রুপদ রাজা দ্রোপদী যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী

সেই কন্যা স্বয়ম্বর কৈল নৃপবর
পৃথিবীতে আইল যত রাজরাজেশ্বর ।
দ্বিজ মুখে শুনিয়া এতেক সমাচার
যাইতে ওদ্বেগচিত্তা হইল সভাকার ।
পুত্রগনচিত্ত্য জানী ভোজের নন্দিনী
সভাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি ।
বহুদিন হৈল ইথি করিনু বসতি
এক স্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি ।
পূর্ব্ব যত ভিক্ষা ইথে নামিলে এখন
বড়দয়াবন্ত শুনি পঞ্চাল রাজন ।
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন
শুনিয়া স্বীকার কৈল যত ভাতৃগন ।
পুত্র সহ কুন্তি দেবি করিল বিচার
হেন কালে আইল সত্যবতিরকুমার ।

ব্যাস দেখি প্রণমিল ভোজের কুমারি
পঞ্চভাই ব্যাসের চরণে নমস্কারি ।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসে কুসল
যুধিষ্ঠির নিবেদিল সকল মঙ্গল ।
তবে মুনি বলে শুন পঞ্চ সহোদর
দ্রুপদ নৃপতি কৈল কন্যা স্বয়ম্বর ।
অদ্ভুত রচিল লক্ষ পঞ্চালেরপতি
সে লক্ষ কাটিতে নাহি কাহারো শকতি ।
অর্জুন কাটিব লক্ষ সভার ভিতরে
পঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমারে ।
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব
চিরদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ ।
এত বলি বেদব্যাস করিল প্রস্থান
কুন্তি সহ পঞ্চভাই করিল পয়ান ।

অন্তর্দ্ধান হৈয়া গেল ব্যাস তপোধন
উত্তরমুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ।
দিবানিশি পথ বহে নাহিক বিশ্রাম
নানা দেশ নদনদী লঙ্ঘিল বন গ্রাম।
আগে যায় পার্থবীর ঘোর নিশাকালে
অন্ধকার হেতু বীর দিউটি উজ্জ্বলে।
কতদিনে উত্তরিল জাহ্নবীরতীরে
স্ত্রীলৈয়া গন্ধর্ব্ব তথা বিহরে গঙ্গানীরে
পাণ্ডবের শব্দ পাইয়া বলে ডাকদিয়া
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া।
গঙ্গা প্রাপ্ত মধ্যে আমার আশ্রয়
রাত্রিকালে আসি জীয়ে কেহেন আজয়
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ
নিশাকালে অধিকারি এই সবজন।

বিশেষে অঙ্গারপুর নাম মোর খ্যাত
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত ।
পার্থ বলে শাস্ত্র নাহি জানহ দুষ্টমতি
জাহ্নবীর জল স্নানে দিবা কিবা রাতি ।
অকাল হইল কিবা তোরেত কি ভয়
তোমারে অশক্ত যে সে তোমারে ডরায়
এ গঙ্গার মহিমা না জান মূঢ়মতি
স্বর্গেতে অলকানন্দা হয়ে ভাগিরতী ।
পিতৃলোকে বৈতরনী অধো ভোগাবতী
অকালসুকাল নাহি সদা লোক গতি ।
হেন গঙ্গাস্নান বন্ধ করহ অজ্ঞান
ইহার উচিত ফল পাবে মোর স্থান ।
অর্জুনের বোলে ক্রোধ গন্ধর্ব ঈশ্বরে
ধনু টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শরে ।